

## অ-শিখি, আ-লিখি সামিও শীশ

সুরে সুরে সুরধুনী

হঠাৎ কলিগুলো ভেসে এল, শুনলাম,

“রাঁধার প্রেমের পাঠশালাতে পড়েছিল কালাচাঁদ  
প্রথম পাঠের প্রথম কথা অ-এ শেখে অনুরাগ।”  
(ভূপেন হাজারিকা)

মনের মাঝে সুধা জাগে, ভাবনার মাঝে ক্ষুধা। সাধ হয় এমনি পাঠশালাতে পড়তে, নিজেকে গড়তে। কিন্তু ভেঙে পড়ি যখন দেখি, আমরা শিখি, অ-এ অজগর। ঐ অজগর আসছে তেড়ে।

আ- এ আম। আমটি আমি খাব পেড়ে।

চুরমার হয়ে যাই, যখন বুঝি প্রথম পাঠের প্রথম ভাগেই কী ভীষণ ভয়ংকর করে গড়ে তোলার কথা শিখছি। শৈশবের স্বপ্নঘেরা সময় পেরিয়ে কৈশোরে পা রাখতেই বাকী জীবনের চিন্তায় কোমলমতিরা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। আর এই শিক্ষা জীবনভর অজগরের মতো বিষধর হয়ে তাড়া করে, আমি আর আম নিয়ে উন্মত্ত থাকি। উপলব্ধি করি কী জ্বালা থেকে কবি বলেন,

প্রতি বছর সেপ্টেম্বরে যখন শিক্ষাক্রম শুরু হয়  
শহরের উপাস্তে মনিহারী দোকানগুলোর সামনে মায়েরা দাঁড়িয়ে থাকে,  
তাদের বাচ্চাদের জন্যে পাঠ্যবই খাতা পেনসিল কেনে।  
মরিয়া হয়ে হাতের ঝোলানো শীর্ণ ব্যাগে থেকে ওরা  
শেষ কপর্দকটাও খরচ করতে বাধ্য হয়,  
জ্ঞানের জন্যে খরচের বহর দেখে ওরা আঁতকে ওঠে।

অথচ শিশুদের জ্ঞানের জন্যে যে বিধি ব্যবস্থার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে

সেটা যে কি জঘন্য

সে সম্পর্কে ওদের অস্পষ্টতমও কোনো ধারণা নেই।

(প্রতি বছর সেপ্টেম্বরে / বের্টোল্ট ব্রেশট)

চরম বেদনা, হতাশা থেকে পালাতে আশ্রয় খুঁজি রাঁধার প্রেমের পাঠশালাতে। আঁকতে চেষ্টা করি, একটা অপূর্ব দেশের ছবি। ভাবি, কী ভাবে সাজবে কালাচাঁদের কল্পনাভরা, স্বপ্নকাতর মন।

তেপান্তরের পাখার পেরেই

কালাচাঁদের বাবা নিশ্চয়ই তাকে ছোটবেলায় অতি মজা করে বলতেন, “খোকা, তুমি শুধু পথে পথে বেড়িয়ে বেড়াও- এই রকম বনফুল-ঝুলানো ঝোপের তলা দিয়া ঘুঘু-ডাকা দূর বনের দিকে চোখ রাখিয়া মাটির পথটি বহিয়া শুধুই হাঁট। আসা যাওয়ার পথের মাঝে উপলব্ধি করিতে পারিবে বাঁশবনের কাঞ্চির ডালে ডালে শব্দ-শব্দ, বৈকালের রোদে সোনার সিঁদুর ছড়ানো আর নানা রঙ-বেরঙের পাখির গান।” (পথের পাঁচালী/ বিতুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়)

সুর, ছন্দে ভরা জীবনে সৌন্দর্যের সন্ধান আর আকুতি জাগে। দুধভাত মাখাতে মাখাতে মা প্রার্থনা করতেন,

“সদা প্রাণে হাসি মুখে কর এই পণ-

‘মানুষ হইতে হবে মানুষ যখন।’



বেঁচে থাকার সার্থকতা তাই কালাচাঁদ উপলব্ধি করতে পারে প্রতি পলে; কল্যাণ চিন্তা, মঙ্গল কর্ম আর জ্ঞান সাধনার জন্যে মগ্ন থাকে সে। আর মরণকেও বরণ করে নিতে চায় এই আকাজক্ষায়,

একবার যখন দেহ থেকে বাঁর হয়ে যাব  
আবার কি ফিরে আসব না আমি পৃথিবীতে?  
আবার যেন ফিরে আসি  
কোনো এক শীতের রাতে  
একটা হিম কমলালেবুর করুণ মাংস নিয়ে  
কোন এক পরিচিত মুমূর্ষুর বিছানার কিনারে।

সবার সাথে, সবাইকে নিয়ে বেঁচে থাকার আর বেড়ে ওঠার ব্রত নেয়।

### দিশেহারা গন্ধ

স্বপ্নে আঘাত আসে। এদেশের একজন অতি নামকরা শিক্ষয়িত্রীর সাথে কথা হচ্ছিল। তিনি দুঃখ করে বললেন যে একজন ছাত্রীর (ছাত্রীটিও খুব সাড়া জাগানো) মা তাঁকে এসে ভর্তসনা করেছেন কারণ সেই মেধাবী, ভাল ছাত্রীর খাতা তিনি অন্য শিক্ষার্থীদের দেখিয়েছিলেন কী করে ভাল করে লিখতে হয় তা শিখানোর জন্য। আমরা আশ্চর্য হয়ে পড়ি। খাব পেড়ে শেখার অর্থ বুঝতে পারি হাতেনাতে।

### ঢালো ঢালো শশধর, ঢালো ঢালো জোছনা

আঁধারের কোলেও সৌন্দর্য পেতে ভাবতে চেষ্টা করি, যখন দেখি, কালাচাঁদ আ- এ শেখে আয় তবে সহচরী। আর তাই সখার কাছে প্রেম খোঁজে সে। বিদ্যাসাগরের জীবনের একটি ঘটনা মনে পড়ে যায়: শীতের সময় বিদ্যাসাগর তাঁর মায়ের জন্যে কম্বল নিয়ে গেছেন, তাঁর মা খুশী হবার বদলে বললেন যে গ্রামেতো আরো ক'ঘর বিধবা আছেন। বিদ্যাসাগর তখন তাঁদের জন্যে কম্বল কিনতে ছুটলেন এবং তা আনার পর তাঁর মা সন্তানের এ উপহার গ্রহণ করলেন। বুঝতে পারি, এই অভাগা বাঙালিদের মাঝে যে গুটি কয়েক বড় মানুষ হয়েছেন তাঁরা কেন হতে পেরেছেন, আর আজ কেন বিদ্যার ভুবন সাগরহীন, শুষ্ক মরুভূমি।

কী বিভিন্নকাময় শিক্ষার পরিবেশ আমরা ছড়িয়ে দিয়েছি, প্রতিযোগিতার নামে, অন্যের চেয়ে ভালো ফলাফল পাবার কামনায়। শিক্ষা বিতানে দু'হাত মেলে কেউ বলেননা, “ রাজা হয়েও যিনি ঋষি, যারা জ্ঞানী ও কর্মী, তাদের পথই থাকে আলোকোজ্জ্বল (শ্রীমদ্ভগবৎ গীতা)। জ্ঞান আহরণে মন দাও আর সেই জ্ঞানকে বিতরণ কর সবার মাঝে, পরের কল্যাণের প্রয়াসে। নিজেকে জ্ঞানের দরোজায় নিয়ে যাও, পবিত্রতায় ভরে যাবে তোমার অন্তর (গৌতম বুদ্ধ)। জ্ঞানসাধনা, শিক্ষার্জানে মগ্ন থাকো। মনে রেখ,” It is better to teach knowledge one hour in the night than to pray the whole night ( Saying of Muhammad).”

শিক্ষার প্রতি এমন মর্যাদাপূর্ণ, মহিমাময়, মধুমাখা কথা কালাচাঁদ শুনেছিল। প্রতিটি ধর্মের সুন্দর সুন্দর কথাগুলো গেঁথে গিয়েছিল তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলে, যার একরাশ অনুভূতি এসে আমাদের পবিত্র করে দেয়।

### বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো

বড় অশুচি মনে হয় যখন ভাবি, শিশুদের মনে ধর্মশিক্ষার নামে কী ভয়ংকর, বিভীষিকাময়, অভিশপ্ত এক বীজ আমরা বুনছি। গত তিন দশকে আমাদের শিক্ষাঙ্গনের চরম অবক্ষয়, শিক্ষকদের গুণগত ও নৈতিক অবনতির মাঝেও যে অল্প কয়েকজন ব্যক্তিত্ব শিক্ষকতার মহিমা ধরে রেখে এই দুর্দিনে বিবেকের ভূমিকা পালন করেছেন, তাদের মাঝে একজন ডঃ মুহম্মদ জাফর ইকবাল। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেন, “স্কুলে প্রথমদিনেই ওদের ( তাঁর সন্তানদের) শেখানো হয়েছে, যারা মুসলমান তারা বেহেশতে যাবে, অন্যরা যাবে না। এটা অত্যন্ত সাম্প্রদায়িক একটা কথা।” (সাপ্তাহিক ২০০০, ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০০০) যেখানে মানুষের প্রশান্তির জন্যে ধর্ম সেখানে এই বিষয় শিক্ষার জন্যে এমন বিভেদের প্রচার শিশুমনকে কলুষিত করে তুলছে।

কালাচাঁদ নিশ্চয়ই এমন বিষময় দুর্বিপাকে পড়েনি। কবিতা ও দেবতা যে সুন্দরের প্রকাশ, সেই সুন্দরকে সে গ্রহণ করেছে যা সুন্দর কেবল তা-ই দিয়ে।

### মুক্তি সর্বজনের মনের মাঝে

একদা নানা জনগোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠ মানুষেরা আরার মুক্তির স্বপ্নে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল, মানব সভ্যতায় উদ্ভব ঘটিয়েছিল ধর্মবোধের। প্রতিভাধর মনীষীরা লিপিবদ্ধ করেছিলেন ধর্মগ্রন্থের। কালাচাঁদ তা জানে, কেননা সে শুনেছিল,

গাহি সাম্যের গান-  
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান,  
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম- খ্রীষ্টান।  
গাহি সাম্যের গান!  
কে তুমি?- পার্সী? জৈন? ইহুদী? সাঁওতাল, ভীল, গারো?  
কনফুসিয়াস? চার্বাক-চেলা? বলে যাও, বল আরো!  
বন্ধু, যা খুশি হও,  
পেটে-পিঠে, কাঁধে-মগজে যা খুশি পুঁথি ও কেতাব বও,  
কোরান-পুরাণ-বেদ-বেদান্ত-বাইবেল-ত্রিপিটক -  
জেন্দাবেস্তা-ঐহু-সাহেব পড়ে যাও যত সখ,-  
(সাম্যবাদী/ কাজী নজরুল ইসলাম)

সাম্য মৈত্রীর বাণী আর ভালবাসার স্তবগানের মাঝেই কালাচাঁদরা বেড়ে ওঠে, বড় হয়ে বড় মানুষ হয়। গর্ব ভরে ঘোষণা আকাশের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা, মাটির সাথে বন্ধুতার বারতা। অসাধ্যকে সাধনের দুর্বীর ও অপরাডেয় পিপাসায় মগ্ন হলে তুচ্ছ, লোভাতুর কামনাগুলো আপনা হতেই উড়ে যায়। সীমাহীন আকাশে উড়বার বাসনা জাগিয়ে তোলে কালাচাঁদের শিক্ষাবিতান।

### স্নান করি নবধারাজলে

রাঁধার প্রেমের পাঠশালায় প্রতি বছর নতুনদের আগমন ঘটে, তাঁরা ছুটে ছুটে আসে। কালাচাঁদরা শিশুকাল থেকে ছড়া-কবিতার ছন্দে, সঙ্গীতের সুরে, ধর্মের বাণী ও কাহিনীতে, ছবির রঙের ভুবনের মাঝে বেড়ে ওঠে। আর সেই সাথে জীবনকে সাজাতে, দিশা পেতে পাঠ করে সকল ধর্মের সুন্দর, সুন্দর বাণী আর শিক্ষণগুলো। তাই তারা সাম্যের গান গাইতে পারে। প্রতিটি জীবন পায় সৌন্দর্য, সাম্য, সত্যের সন্ধান।

### অরণ্যবহি জ্বালাও চিন্তমাঝে

তবে রাঁধার প্রেমের পাঠশালায় কেবল সুন্দর সুন্দর বুলি শিখিয়ে আর সৌন্দর্য সন্ধানের আকুলি জাগানো হয় না, ভাবনার খোরাকও দেয়া হয়। পাঠ চলে, চিন্তা করতে শেখে। জীবনের নিত্য দিনে যে ভাবনাগুলো আমাদের তাড়িত করে যেমন, What is Justice? Can I know the external World? Can I know “myself”? How Can I acquire knowledge? What Does “Truth” means? Am I Free to Act? Do Rules Govern My Action? How Do I Make Right Decisions? Do I Have Right in Society? Can I Make Society Better? Does God Exist? Can My Life Make Sense? How Should I Deal with Evil and Death? (The Questions of Philosophy/ John K. Roth & Fredrick Sontag) এমনি নানা প্রশ্নে সন্ধান করার শিক্ষা দেয়া হয়, দীক্ষা নয়। কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া বা একমতে পৌঁছানো এর উদ্দেশ্য নয়। ভাবতে শেখা, চিন্তার প্রক্রিয়াকে সাবলীল করার প্রয়াস পাওয়ার জন্যে এখানে সবাই মশগুল। পূর্বে ও পশ্চিমে এই সববিষয়ের চিন্তাবিদ ও দার্শনিকদের চিন্তার সাথে তারা পরিচিত। ভাবনার শক্তিকে এগিয়ে নেবার জন্যে ফেলে আসা দিনগুলো থেকে তারা শিখতে চায়।

### প্রভাতের রবির কর

অতীতের ঘটে যাওয়া ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ থাকে ইতিহাসে (History)। ঐরংগেডু শব্দটির মূল গ্রীক এবং ল্যাটিন ভাষার মাধ্যমে ইংরেজিতে এসেছে। মূল শব্দটি historien যার অর্থ to narrate এবং এই গ্রীক শব্দটি এসেছে আরেকটি গ্রীক শব্দ যরংগেডু থেকে যার অর্থ a judge (Story of Painting/ Sister Wendy)। বড় ব্যথা পাই, যখন শুনি ইতিহাস পাঠ মানেই সন তারিখ মুখস্ত। ইতিহাসের মতো এমন সজীব, চিন্তামূলক, পথ নির্দেশক বিষয়কে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রাণহীন, মুখস্ত সর্বস্ব বিষয়ে পরিণত করেছে। দীর্ঘ কাল ধরে গড়ে ওঠা মানবের ইতিহাস এবং ঘটনাবলী থেকে পাওয়া শিক্ষা দিয়ে যেন শিক্ষার্থীরা তাদের বর্তমানকে বিচার করতে পারে তেমনভাবে এ বিষয়টি সাজানো হয়েছে রাঁধার প্রেমের পাঠশালাতে। সন-তারিখ মুখস্ত নয়, ভাবনার খোরাক ও দিশারী হিসেবে একে কালাচাঁদেরা পাঠ করে। তা-ই কুস্তি বা wrestling দেখে সমবেত মানুষের উল্লাসকে তারা বর্বর মনে করে কেননা, তারা মধ্যযুগের রোমান সাম্রাজ্যের দাসপ্রথার কথা জানে যেখানে দু'জন দাসের মাঝে জীবন-মরণ লড়াইকে এর মালিকেরা উপভোগ করত। তারা কোরবানী প্রথাকে সমর্থন বা সম্মানজনক মনে করেনা, কারণ তারা বোঝে আজ যে নরবলি ঘৃণিত একসময় এই প্রথাও সামাজিক-ধর্মীয় অনুশাসন হিসেবে ব্যবহৃত হত। আজ সভ্যতার এই পর্যায়ে পৌঁছে আমরা সামন্ত প্রথা, দাস প্রথাকে ঘৃণা করি, যদিও ইতিহাস পাঠ থেকে জানি, যখন এ প্রথার শাসন ছিল তখন জমিদার, দাসমালিক এবং এদের পারিষদেরা সমাজের সম্মানিত গণ্য হতো ও সমীহ পেত। কালাচাঁদেরা বোঝে, আমাদের আজকের দিনগুলো যখন ইতিহাস হবে তখন বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থার সামরিক বাহিনী সেই ঘৃণার জায়গায় স্থান যাবে। এমনি করেই, চলমান ঘটনাবলীকে দেখতে শিক্ষার্থীদের আলো যোগায় ইতিহাস পাঠ।

### সাধ না ফুরিল, আশা না মিটল

ভাবনা শক্তির সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করি বারে বারে, নিজের জানা, শেখার ভান্ডারের নিঃস্বতার কারণে। তারপরও ভাবতে বড় ভাল লাগে। এই ভাবনার কথাগুলোকে অনেকে পরিহার করে, অকেজো মনে করে। তারা বলে শিক্ষার উদ্দেশ্য একটি ভাল চাকরি এবং উদ্দেশ্য দক্ষতা বাড়ানো- তাদের সাথে একমত হবার পরও যোগ করতে চাই, সত্যতা আর চিন্তার ক্ষমতা বাড়ানো দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যও আবশ্যিক। আর বিদ্যালয়ের শিক্ষা যদি তা কিছুটা যোগান দেয় তবে পরবর্তী উচ্চশিক্ষার জন্যে তা সহায়কই হবে। আর চাকুরির ক্ষেত্রে তা বৃত্তিমূলক পেশাই হোক আর হিসাবকারীর কাজই হোক, সত্যতা ও মূল্যবোধের আলো বুনতে পারলে তা সেবার উৎকর্ষতাকেই বাড়াবে। আর, কালাচাঁদের দেশে কোনো নির্দিষ্ট নৈতিকতাকে পালনের দীক্ষা দেয়া হয়না। বরং লালন করা হয় এ বিশ্বাস যে ‘মূল্যবোধের সমৃদ্ধি এবং মুক্ত ও কার্যকর চিন্তাশক্তির বিকাশ’ (Education for Values Development & Active Thinking) এর জন্যে শিক্ষা।

